যুগান্তর

তারিখ 24 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২ ৮ কলাম ৩

নড়াইলে প্রধান শিক্ষকের দুর্নীতি প্রমাণিত : তবুও বহাল তবিয়তে

নড়াইল প্রতিনিধি

নড়াইলের কালিয়া উপজেলার ডুমুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎসহ অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের প্রমাণ মিললেও দুর্নীতিবাজ শিক্ষক রয়েছেন বহাল তবিয়তে। ওইসব অনিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের এসএমসি কমিটির সহ-সভাপতি আনিচুর রহমান ইখতিয়ার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে গঠিত তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করেছেন। তদন্তে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা মিলেছে বলে তদন্ত কমিটির সদস্যরা জানান। অভিযোগের বিবরণে জানা যায়, ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুল ইসলাম বিদ্যালয়ের দফতরি নিয়োগ থেকে শুরু করে বকেয়া বেতনভাতা পাস করিয়ে দেয়া ও এসিআর ভালো করার নামে শিক্ষকদের কাছ থেকে টাকা নেয়া, উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এছাড়া বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও শিক্ষার মানোন্নয়নে বরাদ্দকৃত স্লিপের টাকাসহ বিভিন্ন খাতের টাকা কাজ না করেই আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

অনিচুর রহমানের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্য নড়াইল সদর উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম, কালিয়ার সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম ও হিমাংশু বিশ্বাস ৫ অক্টোবর ডুমুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে অভিযোগসমূহ সরেজমিন তদন্ত করেন। তদন্ত কমিটির প্রধান উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম বলেন, 'অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তে গিয়ে ছাত্র অভিভাবক, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, শিক্ষক কর্মচারী ও এলাকাবাসীর বক্তব্য গ্রহণ করি। বেশির ভাগ অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে। অল্প সময়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ'। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোর্তজা মোল্যা অভিযোগ করে বলেন, 'প্রধান শিক্ষক আমিনুল ইসলাম মাসের সিংহভাগ সময় স্কুলে অনুপস্থিত থাকেন। তবে পরে তার সুবিধামতো যে কোনো দিনে বিদ্যালয় এসে হাজিরা খাতায় একদিনে সব স্বাক্ষর করে থাকেন'। প্রধান শিক্ষক আমিনুল ইসলাম অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করে বলেন, 'তাকে অযথা হয়রানি করা হচ্ছে'। কালিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবিএম নাজমুল হক যুগান্তরকে বলেন, 'তদন্ত প্রতিবেদন পেলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে'।